ভোরের কাগজ

JAN 15 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩ ......

বিএল কলেজে ছাত্রদল কর্মীদের ওপর শিবিরের সশস্ত্র হামলা

খুলনা প্রতিনিধি : ছাত্র শিবিরের ক্যাডাররা গতকাল সোমবার দৌলতপুর বিএল কলেজে ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের ওপর সশস্ত্র হামলা চালিয়ে ৩টি ছাত্রাবাসের বেশ কিছু রুম ভাঙচুর করেছে। এ সময় দুগ্রুপের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, গুলি ও বোমাবাজির ঘটনা ঘটে। সমগ্র কলেজ ক্যাম্পাস রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। ছাত্রাবাসগুলোতে সশস্ত্র ক্যাডারের অবস্থানের খবরে পুলিশ তল্লাশি চালানোর অনুমতি চাইলেও কর্তৃপক্ষ দেয়নি। ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

ছাত্র ও পুলিশের সূত্রে জানা গেছে, সকালে খালিশপুর মহসীন কলেজের ছাত্র সংসদের ভিপি শিবির নেতাকে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা সংসদ থেকে বের করে দেয়। এই খবর বিএল কলেজে পৌঁছলে শিবিরের সশস্ত্র ক্যাডাররা ক্যাম্পাসে অবস্থানরত ছাত্রদল নেতাকর্মীদের ধাওয়া করে। এ সময় কলেজ ক্যাম্পাসে অবস্থিত জোহা, মহিসন ও তিতুমীর হলে অবস্থানকারী ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের ঘর ভাঙচুর করা হয়। এরপর তারা ক্যাম্পাসে অস্ত্র উঁচিয়ে মিছিল করে। এ সময় ১ রাউন্ড ফাঁকা গুলি ও ৪/৫টি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। কলেজ ছাত্রদলের সম্পাদক মুর্শিদ আলম অধ্যক্ষের রুমে আশ্রয় নিয়ে প্রহারের হাত থেকে রক্ষা পায়। শিবির ক্যাডাররা ছাত্রলীগ নেতা লাবলুকে মারধর ও ইট দিয়ে তার মাথা থেঁতলে দেয়। কলেজে মাস্টার্স পার্ট-১ প্রিভিয়াস পরীক্ষা চলছিল। সংঘর্ষ বাধালে ছাত্রছাত্রীরা দিগ্বিদিক ছুটাছুটি শুরু করে। দলের লোকজনকে নিবৃত্ত করতে গিয়ে শিবিরের কলেজ কমিটির সেক্রেটারি আলী হায়দার প্রহৃত হয়। প্রায় ৪৫ মিনিট স্থায়ী শিবিরের তাণ্ডব চলাকালে দুপক্ষের মধ্যে ইটপাটকেল নিক্ষেপ হয়। পুলিশ ছাত্রাবাসগুলোতে শিবিরের ক্যাডারের অবস্থানের খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালাতে চাইলে কর্তৃপক্ষ অনুমতি দেয়নি বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

কলেজের অধ্যক্ষ কে এ আওরঙ্গজেব ভোরের কাগজকে জানান, বিকালে ছাত্রদল ও শিবিরের নেতাদের নিয়ে বৈঠকে বসেছেন। ক্যাম্পাসের সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য অধ্যাপক আঃ সোবহানকে আহ্বায়ক করে ৬ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। ক্যাম্পাসে ভাঙচুর ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের কথা স্বীকার করলেও গুলি ও বোমাবাজি হয়নি বলে জানান।